



ঢাকা আহুনিয়া মিশনের তামাক, মাদক, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

আমিক বার্তা

ত্রৈমাসিক

শিশু মাদকাসক্তি নিরসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ঢাকা আহুনিয়া মিশনের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

শিশুদের মাদক থেকে দূরে রাখতে প্রধান ভূমিকা পরিবারের। এরপর সমাজ। আর যারা মাদকাসক্ত হয়েই গেছে, তাদের সঠিক চিকিৎসার আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহুনিয়া মিশনের কনফারেন্স রুমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহুনিয়া মিশনের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান ও 'শিশু মাদকাসক্তি নিরসনে করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম নাছিম বেগম, এনডিসি, সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাজী মোঃ নুরুল কবীর, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহুনিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা আহুনিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, চাল-চুলা ও ঠিকানাহীন পথশিশু সারাদিন কাগজ কুড়িয়ে যা পায় তা দিয়ে জীবন-যাপন করে। ঢাকা আহুনিয়া মিশন এ শিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ঢাকা আহুনিয়া মিশনের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা আহুনিয়া মিশন অভিভাবক হিসেবে মাদকাসক্ত শিশুকে কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে যাবে এবং কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান করবে।



সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ আমীর হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মারুফ মমতাজ রুমী, কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, কে এন এইচ, বাংলাদেশ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মোঃ মনিরুজ্জামান, যুগ্ম সম্পাদক, স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহুনিয়া মিশনের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস।

বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেল সুবিধাবঞ্চিত ৯ মাদকাসক্ত শিশু



সুবিধাবঞ্চিত মাদকাসক্ত শিশুদের সাথে ঢাকা আহুনিয়া মিশন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ

মাদকাসক্ত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহুনিয়া মিশন ১০ মার্চ ৯ জন সুবিধাবঞ্চিত মাদকাসক্ত শিশুকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তরের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। এই শিশুদের ২৮ দিন মেয়াদি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। যেখানে থাকবে কাউন্সেলিং, জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা, বিনোদনসহ বিভিন্ন সেবা। মাদকাসক্তি নিরাময়ে নির্ধারিত ২৮দিন চিকিৎসার পর ঢাকা আহুনিয়া মিশন অভিভাবক হিসেবে চিকিৎসাপ্রাপ্ত শিশুদের ওই কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করবে এবং তাকে পুনর্বাসনের (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষা) ব্যবস্থা করবে। এই শিশুদের খুঁজে পেতে সহায়তা করেছে ঢাকা আহুনিয়া মিশনের চিলড্রেন ড্রপ-ইন সেন্টার।

উল্লেখ্য, ৬ ফেব্রুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও ঢাকা আহুনিয়া মিশনের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সুবিধাবঞ্চিত মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে এ শিশুদের হস্তান্তর করা হয়। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় বিশেষজ্ঞ ডা. মোঃ মাহবুবুর রহমান, ঢাকা আহুনিয়া মিশনের উপ-পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ, ডকুমেন্টেশন অফিসার রুমানা ফেরদৌস এবং প্রোগ্রাম অফিসার অদুত রহমান ইমন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়



আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আবার আজকের তরুণরাই হবে আগামী দিনে সমাজের চালিকাশক্তি। এভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কালচক্রে চলছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। একটি শিশুর জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত তার পরিবারের অনেক বড় ভূমিকা থাকে। তাই পরিবারকে বলা হয়— মানুষের প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবারে বসবাস করেও অনেক শিশু খারাপ পরিবেশের প্রভাবে পরবর্তীতে নিজের জীবনে ও সমাজের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আর যেসব শিশু পরিবারে থাকে না, পথে-ঘাটে ছিন্নমূল অবস্থায় বড় হয়— তারা নিজের ও সমাজের জন্য হয়ে ওঠে আরো দুর্বিষহ। এদের মধ্যে বেশির ভাগেরই থাকে না ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা। তাই অল্প বয়সেই তারা সিগারেটসহ নানান নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। এসব শিশুকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে ঢাকা আহুহানিয়া মিশন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সঙ্গে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করল। এ চুক্তির ফলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাদকাসক্ত পথশিশুরা চিকিৎসার পাশাপাশি কাউন্সেলিং, জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ, লেখাপড়া, খাওয়া-পড়ার সুযোগ-সুবিধা, বিনোদনসহ সৃজনশীল জীবন গড়ার মানবিক বিভিন্ন সেবা পাবে।

দেশের মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা চিন্তা করে সরকার এ বছর ১৯ মার্চ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটে বাধ্যতামূলকভাবে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীসহ বাজারজাত করার প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কার্যকর করল। বিষয়টি যেন বাস্তবায়ন হয়, সেজন্য ঢাকা আহুহানিয়া মিশন নিয়েছিল ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোগ। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমাদের দেশের অনুমোদিত সচিত্র সতর্কবাণীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সচিত্র সতর্কবাণী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ প্রদর্শনীতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ছিল সরব উপস্থিতি। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ছিল সমন্বিত কার্যক্রম। সেখানেও ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

আমিক-ঢাকা আহুহানিয়া মিশন তামাক ও মাদকের পাশাপাশি সর্বোপরি নতুন প্রজন্মের মাঝে অন্যান্য স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচিসহ নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রমও পরিচালনা করেছে। এভাবে আমিক-ঢাকা আহুহানিয়া মিশন বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করে চলেছে; সবার সহযোগিতায় আগামীতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

ত্রৈমাসিক
আমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ■ ২০তম সংখ্যা ■ জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান ও উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রহণ
জহিরুল আলম বাদল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

তামাকজাত পণ্যের মোড়কে সচিত্র
সতর্কবাণী বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশের
সচিত্র সতর্কবাণী প্রদর্শন



প্রদর্শনী কার্যক্রমে দর্শনার্থীরা

জনসংখ্যার আধিক্য, নিম্নআয়, দরিদ্রতা ইত্যাদি কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রতিবছর ধূমপান ও তামাক ব্যবহারজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য সরকারের স্বাস্থ্যখাতে বৃহৎ অংশের অর্থ ব্যয় হয়। ধূমপান ও তামাকের ব্যবহারজনিত ক্ষতি কমাতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে যারা সরাসরি তামাকজাত পণ্য ব্যবহার করে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখতে পারে তামাকজাত সামগ্রীর মোড়কের গায়ে ছবিসহ সতর্কীকরণ বাণী। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৫ সালের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীসহ বাজারজাত বাধ্যতামূলক করার প্রক্রিয়া চলছে। বিষয়টি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা আহুহানিয়া মিশন ১০ মার্চ দিনব্যাপী শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে আমাদের দেশের অনুমোদিত সচিত্র সতর্ক বাণীসহ বিভিন্ন দেশের সচিত্র সতর্কবাণী প্রদর্শনীর আয়োজন করে।



প্রদর্শনীতে গণস্বাক্ষর এ করছেন দুইজন ছাত্র

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরই মধ্যে এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করেছে। তারা তাদের দেশে সিগারেটের প্যাকেটসহ অন্যান্য তামাকজাত সামগ্রীর মোড়কে রঙিন ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী প্রচার শুরু করেছে। দেশগুলোর মধ্যে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কানাডা, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, উরুগুয়ে, নিউজিল্যান্ড, জর্ডান উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ওইসব দেশে তামাকের ব্যবহার অনেকাংশে কমে এসেছে।

প্রদর্শনী কার্যক্রমে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বুনা চৌধুরী, মডেল, নাট্য ও টিভি অভিনেত্রী শামীমা ইসলাম তুষ্টি, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর লিড কনসালটেন্ট শরিফুল আলম, থান্ট ম্যানেজার ডা. মাহফুজুল রহমান ভূঁইয়া, ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদ, তামাকবিরোধী অন্যান্য সংগঠনের সদস্য ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

আইন মেনে তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেটে সচিত্র সতর্কবাণী বাস্তবায়নের দাবিতে রোড শো, ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মানববন্ধন



প্রেসক্লাবের সামনে রোড শো প্রোগ্রামের শেষ দিনে বাউলদের পরিবেশনা

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অনুযায়ী ১৯ মার্চ ২০১৬ থেকে সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট ও কৌটায় ৫০ শতাংশ স্থান জুড়ে সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ বাধ্যতামূলক। বিষয়টি যেন বাস্তবায়ন হয় এবং সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেট ও কৌটায় যেন সচিত্র সতর্কবাণীসহ বাজারজাত করা হয়— এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং সর্বোপরি রাজধানীবাসীকে এ বিষয়ে সচেতন করতে ১৪, ১৫ ও ১৬ মার্চ তিন দিনব্যাপী রোড শো, ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহুতানিয়া মিশনসহ ১২টি তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রজ্ঞা, ইসি বাংলাদেশ, ইপসা, এসিডি, সীমাস্তিক, তাবিনাজ, এইড ফাউন্ডেশন, নাটাব, ডাব্লিউবিবিট্রাস্ট এবং প্রত্যশা'র উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি আয়োজন করা হয়।



মানববন্ধনে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা

কর্মসূচিতে ৪টি ট্রাকে ৪টি বাউল দল ঢাকা শহরের জনবহুল বিভিন্ন এলাকায় প্রদক্ষিণ করে সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণ, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাক ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে গান পরিবেশন করে। এ কর্মসূচি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে এবং ১৬ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই কর্মসূচিতে জনগণের মাঝে সচিত্র সতর্কবাণীর তথ্য সম্বলিত ব্রশিয়ার বিতরণ করা হয়।

৩১ মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন করুন



তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গুলশান-বনানীর অভিজাত হোটেলসমূহে সতর্কতা নোটিশ প্রদান



ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় কাউন্সিলর মোঃ মফিজুর রহমান একজন দোকানদারকে সতর্ক করছেন, পাশে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদ

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকাবাসীকে ধূমপানের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এখনো করছে। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ১২ জানুয়ারি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মঞ্জুর মোর্শেদের নেতৃত্বে এবং গুলশানে পুলিশের ডিসি কার্যালয়ের সহায়তায় গুলশান ও বনানী এলাকায় অভিজাত হোটেল, রেস্টোরাঁসহ বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গুলশান ও বনানীর অভিজাত হোটেলগুলোতে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলছে কিনা, এ বিষয়টি দেখতে পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি হোটেল কর্তৃপক্ষকে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ ব্যবহার করার নির্দেশনা বিষয়ে হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলেন, বিষয়টি বাস্তবায়ন না করলে পরবর্তীতে আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অপরদিকে বনানী কাঁচাবাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত কার্যক্রম পরিচালনার সময় ১৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ মফিজুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বনানী কাঁচাবাজার এলাকায় একাধিক টং দোকানের তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ ও দোকানদারদের সতর্ক করেন। কাউন্সিলর মোঃ মফিজুর রহমান তার নির্বাচনী এলাকার সকল ছোট-বড় দোকানদারদের হুঁশিয়ারি করে বলেন, পরবর্তীতে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার কাজে যেন তামাক কোম্পানিকে সহায়তা না করা হয়। আর যদি কেউ করে, তাহলে পরবর্তীতে আইন অনুসারে জরিমানা ও শাস্তি প্রদান করা হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করার জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করে ঢাকা আহুতানিয়া মিশন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙায় জরিমানা আদায়

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খান মোহাম্মদ নাজমুস সোয়েবের নেতৃত্বে এবং শাহবাগ থানা পুলিশের সহায়তায় ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বঙ্গবাজার এলাকায় তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এ সময় পাবলিক প্লেস হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নগর ভবন ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধূমপানের অপরাধে একাধিক ব্যক্তিকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্গবাজার এলাকায় একাধিক টং দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ ও জরিমানা করেন এবং দোকানদারদের

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...



নগর ভবনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খান মোহাম্মদ নাজমুস সোদেব

ইশিয়ার করে বলেন, পরবর্তীতে এ ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার কাজে যেন তামাক কোম্পানিকে সহায়তা না করা হয়। এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলে আইন অনুসারে সকলকে অর্থদণ্ডসহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। উল্লেখ্য, ঢাকা আহুতানিয়া মিশন তার তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে উদ্বুদ্ধকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা তারই একটি অংশ।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহারে সচেতনতামূলক ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান



ট্রাকে গান পরিবেশন করছে বাউল দল

ধূমপান না করেও স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি থেকে মুক্তি পাচ্ছে না অধূমপায়ী জনসাধারণ। বিশেষ করে পাবলিক প্লেসে এর অবস্থা আশংকাজনক। পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়ন করতে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি বসন্তের প্রথম দিনে ঢাকা আহুতানিয়া মিশন আয়োজন করে ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও তামাক ব্যবহারের ক্ষতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে বাউল ইন্দ্রজিত ও তার দল। ট্রাকের মাধ্যমে পরিচালিত এই ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি একুশের বইমেলা প্রাঙ্গণ, রাজধানীর শাহবাগ, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট, প্রেস ক্লাব, পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। উল্লেখ্য, সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটি আমিক-ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের নিয়মিত কার্যক্রম।

২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করুন

দেশের সব মার্কেট ও দোকানে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেবে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি - চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি



অনুষ্ঠানে সকল সদস্যের হাতে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ দেয়া হয়

বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির চেয়ারম্যান এস. এ. কাদের কীরন বলেছেন, সারা দেশের মার্কেট ও দোকানগুলোতে ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি। ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির মিলনায়তনে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশের সব মার্কেট ও দোকানে আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ লাগানো হবে।

ঢাকা আহুতানিয়া মিশন সারা দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সাথে কাজ শুরু করল। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি তৌফিক এহসান, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির মহাসচিব মোঃ শাহ আলম এবং বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন মার্কেটের সভাপতি ও সদস্যগণ। সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরে মূল বিষয় উপস্থাপন করেন ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। পরে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন আমিক-ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন রহমান। সভাটি সম্বলন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা ফিরোজা বেগম রুমুর।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২,

যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫

ঢাকা: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ৫৮১৫১১১৪



মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা বিষয়ক সভা

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিয়মিতভাবে পারিবারিক সভা করা হয়।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা মাদকাসক্ত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ১ জানুয়ারি একটি পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে সহকারী কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভায় চিকিৎসা কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ মাহমুদুল হাসান কবির মাদক ও মাদকের সাথে মানসিক সমস্যা, কাউন্সেলর মোঃ সেলিম রেজা মাদক চিকিৎসার রোড ম্যাপ রোগী ভর্তি ও চিকিৎসাকালীন পরিবারের করণীয় এবং কাউন্সেলর মোঃ মাইদুল ইসলাম চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারের করণীয়সহ আসক্তি ও রোগীদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে মুক্ত আলোচনা পর্বে তিনজন অভিভাবক তাদের মতামত এবং একজন রিকভারি তার সুস্থতা সম্পর্কে অনুভূতি শেয়ার করেন।



সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন

যশোর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পারিবারিক সভা : একই লক্ষ্যে ৯ জানুয়ারি যশোরে অবস্থিত ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে একটি পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন উপস্থিত সকল পরিবারের সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে একজন অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিভিন্ন কৌশল উপস্থাপন করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর আশরাফুল বারী। চিকিৎসা প্রক্রিয়া, চিকিৎসার সময় সাপেক্ষতা, চিকিৎসার প্রতিবন্ধকতা ও ড্রপ আউট প্রিভেনশন বিষয়ক আলোচনা করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক এইচ.এম. লিটন। এই কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন একজন রোগী তার সুস্থ জীবনের ভালো লাগার অনুভূতি শেয়ার করেন। সর্বোপরি উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকগণ উন্নত চিকিৎসা সংক্রান্ত নিজস্ব কিছু অভিমত ও পরামর্শ প্রদান করেন। সভায় ২৯টি পরিবারের পক্ষ থেকে ৫৫ জন সদস্য অংশ নেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত
এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবা
একাধিকবার পুরস্কৃত

আহুছানিয়া মিশন
মাদকাসক্তি
চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

ঢাকা আহুছানিয়া মিশন পরিচালিত চিকিৎসা কেন্দ্রের ঠিকানা

গাজীপুর কেন্দ্র (পুরুষ)	যশোর কেন্দ্র (পুরুষ)	ঢাকা কেন্দ্র (নারী)
মিয়া বাড়ী সড়ক গজারিয়া পাড়া রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর মোবাইল: ০১৭১৫৪০৭৮৪৩ ০১৭৭২৯৬১০২	ভেড়ুটিয়া সদর, যশোর মোবাইল: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫	১০/২ ইকবাল রোড, ব্লক - এ মোহাম্মদপুর, ঢাকা ফোন: ৫৮১৫১১১৪ মোবাইল: ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩ ০১৭৪৮৪৭৫২৩

www.amic.org.bd, Email: amic.dam@gmail.com

কারাবন্দি পুনর্বাসনের অগ্রযাত্রায় মেনস্ পার্লার প্রশিক্ষণ কোর্স



প্রধান অতিথির কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন একজন প্রশিক্ষার্থী

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং মাদকে আসক্তির কারণে অনেক কারাবন্দি পুনরায় কারাগারে ফিরে আসেন। ফলে কারাবন্দিদের জীবন একটি ছকে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারাবন্দিরা যাতে কারাবাসের পর পুনরায় অপরাধী এবং মাদকাসক্ত না হয়ে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসিত হয়, সে লক্ষ্যে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে পুরুষ কারাবন্দিদের জন্য মেনস্ পার্লার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইআরএসওপি প্রকল্পের আওতায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা আহুছানিয়া মিশন। ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে ১ ডিসেম্বর ২০১৫ এই মেনস্ পার্লার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। চলতি বছর ২৮ জানুয়ারি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন সিনিয়র জেল সুপার মোঃ আব্দুল জলিল। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেলার ফারহানা আক্তার, মোঃ সাইদুল ইসলাম, সুবেদার মোসলেম উদ্দিন এবং ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের রিহাবিলিটেশন সুপারভাইজার হাবিবুল ইসলাম।

কারাবন্দিদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সহায়তায় পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত



প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন ঢাকা আহুছানিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলর আবু হাসান মডল

মাদকাসক্ত কারাবন্দিরা কারাগারে প্রথমদিকে মাদকের বেড়ায় বা উইথ ড্রলে থাকে, তখন তারা শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। এছাড়া অন্য কারাবন্দিদের মাঝে নিজেদের জীবন নিয়ে তাদের মনে হতাশা বিরাজ করে। এসব কারাবন্দিদের হতাশা প্রশমনের জন্য কাউন্সেলিং এবং মাদকাসক্ত কারাবন্দির সহায়তার জন্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম কিছু সংখ্যক কারাবন্দিকে পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে ঢাকা আহুছানিয়া মিশন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিয়ার ভলান্টিয়াররা অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ আয়োজন,

বাকী অংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন...

৫ম পৃষ্ঠার পর (কারাবন্দিদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সহায়তায় পিয়ার ভলান্টিয়ার...)

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বাছাই, মাদকাসক্ত বন্দিদের মাদকমুক্ত জীবন গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারারক্ষীদের সহযোগিতা করে অন্য কারাবন্দিদের হতাশা কমিয়ে মানসিকভাবে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করবে।

এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। কারা অভ্যন্তরে পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন ঢাকা আহুনিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলর আবু হাসান মন্ডল। তাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষের সিনিয়র জেলসুপার মোঃ আব্দুল জলিল, ডেপুটি জেলার ফারাহানা আক্তার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।



মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসক একজন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন

এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে ক্যাম্পের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার মোঃ বেলাল হোসেন। ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার পাশাপাশি দুপুরের খাবার বিরতিতে ফ্যাক্টরির সবাইকে 'রংধনু' চিহ্নিত নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাতৃসদনের সেবা সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা আহুনিয়া মিশন উত্তরা আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এর উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরা সেক্টর-৪ এর নজরুলের বস্তি ও জামতলা এলাকার সাধারণ জনগণকে নিয়ে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের ডা. শাহেলা রহমান প্রকল্প পরিচিতির মাধ্যমে সভা শুরু করেন। পরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. শারমিন বিনতে মঈনউদ্দীন গর্ভকালীন যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নিয়ে আরটিআই, এসটিআই বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় এবং আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের সার্ভিস বিষয়ের তথ্য সম্মিলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।



সভায় ডা. শাহেলা রহমান প্রকল্পের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে তথ্য ভুলে ধরছেন

কৈশোরের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত



সভায় অংশগ্রহণকারীরা

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

কারাবন্দিদের জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন



প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষক আরিফ সিদ্দিকী

জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কারাবন্দিদের চিন্তা-চেতনা, আচরণ সর্বোপরি সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবে রিহাবিলিটেশন সুপারভাইজার, কাউন্সেলর ও রিহাবিলিটেশন সুপারভাইজার কাম কাউন্সেলরগণ। এই প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে ঢাকা আহুনিয়া মিশনের আয়োজনে ও জিআইজেড এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (টিওটি) ১৩ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় যশোরের আর.আর.এফ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন জিআইজেড এর পার্টনার এনজিও লাইট হাউজ, আরডিআরএস ও ঢাকা আহুনিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ।

কারাবন্দিদের সামাজিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ঢাকা আহুনিয়া মিশন একটি জীবন দক্ষতা বিষয়ক সহায়িকা প্রণয়ন করেছে, যা প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রশিক্ষণে মূল প্রশিক্ষক ছিলেন জিআইজেড এর জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়কারী এ.কে. মোঃ সাইফুজ্জামান, ঢাকা আহুনিয়া মিশনের আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জাহিদ ইকবাল ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ম্যানেজার আরিফ সিদ্দিকী।

গার্মেন্ট কর্মীদের জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ক্যাম্প পরিচালনা

২৫ জানুয়ারি উত্তরা ফায়দাবাদ এলাকার উত্তরা ফ্যাক্টরির গার্মেন্ট কর্মীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা আহুনিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের আয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে একটি ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক ক্যাম্পটিতে আরবান প্রাইমারি হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দিনা রুবায়েয়া, চিকিৎসক ডা. নায়মা ইসলাম, ফিল্ড সুপারভাইজার আল আমিন উপস্থিত ছিলেন। এসময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বিষয়ে সচেতন করতে ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-০৫ ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর আয়োজনে স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় দেওয়ানপাড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এর ৮ম থেকে ৯ম শ্রেণির ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলিম আর রাজি, সহকারী শিক্ষক ফারজানা ইয়াসমিন এবং ইউপিএইচসিএসডিপি'র ফিজিসিয়ান ডা. নাইমা ইসলাম, ফ্যামিলি প্ল্যানিং কো-অর্ডিনেটর ডা. শারমিন বিনতে মঈনউদ্দিন ও ফিল্ড সুপারভাইজারগণ।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদ্‌যাপন



র্যালিতে আহুহানিয়া মিশনের কর্মীগণ

‘একাত্ম হলে সবে যক্ষ্মা মুক্ত দেশ হবে’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৪মার্চ জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে শাহবাগে জাতীয় যাদুঘর থেকে র্যালির মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। র্যালিতে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডাইরেক্টর, ব্রাক এর হেলথ ডাইরেক্টর (টিবি, ম্যালেরিয়া, ওয়াশ ও ডিইসিসি কর্মসূচি) ও অন্যান্য পার্টনার এনজিও এবং আমিক- ঢাকা আহুহানিয়া মিশন এর জিএফএটিএম এর স্টাফ ও আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের স্টাফগণ বিশ্ব যক্ষ্মা দিবসের র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র্যালিতে ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। র্যালি শেষে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির লাইন ডাইরেক্টর বাংলাদেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার জন্য ও যক্ষ্মা রোগীদের অন্যান্য সাধারণ রোগীর মতো সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার জন্য আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

‘অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান’ এই প্রতিপাদ্যে ৮ মার্চ উদ্‌যাপন করা হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবস উদ্‌যাপনে আমিক-ঢাকা আহুহানিয়া মিশন, কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প কুমিল্লা সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। নারী দিবসের কর্মসূচিতে ছিল শিল্পকলা একাডেমিতে মানববন্ধন, কুমিল্লা টাউন হল চত্বর থেকে র্যালি ও স্টেশন ক্লাব ময়দানে আলোচনা সভা ও স্টল প্রদর্শন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক হাসানুজ্জামান কল্লোল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মনিরুজ্জামান তালুকদার। ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের স্টল পরিদর্শন করেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের মেয়র মোঃ মনিরুল হক সাকু।

এ দিবস উপলক্ষে ঢাকা আহুহানিয়া মিশন কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের উদ্যোগে নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে বিনামূল্যে ডেলিভারি সেবা প্রদান এবং ফ্রি

মেডিকেল ক্যাম্প, যেখানে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এর ১৯ নং ওয়ার্ডের আওতাভুক্ত এলাকার দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।



কুমিল্লায় নারী দিবস উদ্‌যাপনের বিভিন্ন কার্যক্রমের ছবি



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ঢাকা আহুহানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও গ্রহণ করা হয় নানান কর্মসূচি। যেমন, ইন-হাউসে মাদকে আসক্ত চিকিৎসাধীন নারীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নারী দিবসের ওপর আলোচনা সভা। এছাড়া ঢাকা লেডিস ক্লাব আয়োজিত প্রোথামের আমন্ত্রণে আহুহানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ঢাকা লেডিস ক্লাবের বিভিন্ন আয়োজনে ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস নারীদের মাদকাসক্তির বিষয় এবং আহুহানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন।

কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি



অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে আহুহানিয়া মিশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক

‘কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন এক বড় অন্তরায় হলো অপুষ্টি।’ এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আমিক-ঢাকা আহুহানিয়া মিশন কুমিল্লা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্পের উদ্যোগে ২ ফেব্রুয়ারি নেউরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও নেউরা আদর্শ দাখিল মাদ্রাসায় পৃথক দুটি আলোচনা সভা ও তথ্যভিত্তিক ভিডিও প্রদর্শন কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। এ দুই অনুষ্ঠানে নেউরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্টসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটির ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভায় ঢাকা আহুহানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল কিশোর বয়সে খাদ্য পুষ্টি গুণ, খাদ্য পুষ্টি মান, খাদ্য পুষ্টির পরিমাণ ও কোন কোন খাদ্য তাদের জন্য উপযুক্ত, সেসব বিষয়ে তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন।

শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ‘চাইল্ড সাবসটেন্স ইউস ডিসঅর্ডার ট্রিটমেন্ট’ প্রশিক্ষণে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

শ্রীলংকার কলম্বোতে কলম্বো প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল এর সহযোগিতায় ‘চাইল্ড সাবসটেন্স ইউস ডিসঅর্ডার ট্রিটমেন্ট’ কারিকুলাম ৫ ও ৬ শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ওই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এর আগে এই সিরিজের কারিকুলাম ১,



প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আমিক প্রতিনিধিগণ

২, ৩ ও ৪ এর প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা আহুতানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর জান্নাতুল ফেরদৌস এবং পুরুষ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর মাহমুদুল কবির চকদার এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

স্বল্পমূল্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবায় নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের নগরগুলোয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তবে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। বিশ্বের যেসব দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। শহর কেন্দ্রীক উন্নততর শিক্ষার সুযোগ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ



শহর এলাকায় বসবাস করে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে এই হার ২০৪০ সালের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দেশের নগর এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ও এর সুযোগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। সেদিক বিচিনায় নগর এলাকায় স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অবকাঠামোগত সুবিধা অনেকটাই অপ্রতুল। ফলে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শহরের অনুন্নত এলাকায়, বস্তি বা রাস্তায় বসবাস করছে। তারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ, নগরঞ্চলে অবকাঠামোভিত্তিক পরিকল্পিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্পটি আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার

সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প নামে ১০টি সিটি করপোরেশন ও ৪টি পৌরসভায় মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। মোট ২৫টি এলাকায় অবস্থিত ২৫টি সম্প্রসারিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ১১২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং ২২৪টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের সম্প্রসারিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো 'নগর মাতৃসদন' এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো 'নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র' নামে পরিচিত। 'রংধনু' চিহ্নিত এসব সেবাকেন্দ্রে সেবা প্রদানের জন্য দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ বিভিন্ন স্তরের সেবাকর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। এ প্রকল্পের আওতায় সরকারের জাতীয় সম্প্রসারিত অত্যাব্যশ্যকীয় সেবাসমূহের প্যাকেজ (ইএসডি প্লাস)-এর ভিত্তিতে যেসব সেবা প্রদান করা হয়, তা হলো- গর্ভকালীন সেবা, প্রসবকালীন সেবা (নরমাল ডেলিভারি ও সিজারিয়ান সেকশন), প্রসব-পরবর্তী সেবা, মাসিক নিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাত-পরবর্তী সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নবজাতকের সেবা, শিশু স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা, পুষ্টি, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ রোগসমূহের সেবা, আচরণ পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ, রোগ নিরূপণের জন্য প্যাথলজি সেবা, নারীর প্রতি সহিংসতা এবং বিশেষ মুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্স পরিবহন সেবা ইত্যাদি।

রোগীদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য একই স্থান থেকে স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান করা হয়। নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্দিষ্ট মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়। যেমন থাকার ব্যবস্থাসহ ডাক্তার দ্বারা নরমাল ডেলিভারি সর্বোচ্চ ১,০০০/- টাকা, সিজারের মানসম্মত ওষুধ এবং থাকার ব্যবস্থাসহ সিজারিয়ান সেকশন করানো হয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকায়, গর্ভবতী মায়ের রক্ত ও প্রস্রাবের প্রেনেন্সি প্রোফাইল ৪৫০/- থেকে ৫০০/- টাকা, রক্তের স্ক্রিনিং ৫০০/- টাকা, কালার ডিজিটাল মেশিনে আল্ট্রাসোনোগ্রাম সর্বোচ্চ ৫০০/- টাকা। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভায়া পরীক্ষার মাধ্যমে জরায়ুর মুখে ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়। নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে নির্যাতিত নারীদের বিনামূল্যে কাউন্সেলিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় এবং আইনি সহায়তার জন্য যথাযথ স্থানে রেফার করা হয়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোয় আগত রোগীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বাজার মূল্যের চেয়ে ১০-২০% কম মূল্যে ওষুধ ক্রয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে। জরুরি অবস্থায় রোগীদের অন্যান্য বড় হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্সের সুবিধা আছে।

মা ছাড়াও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ প্রকল্পের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে দরিদ্রদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। প্রকল্প কর্ম-এলাকায় জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারকে লালকার্ড বা পারিবারিক স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান করা হয় এবং লাল কার্ডপ্রাপ্ত পরিবারের প্রতিটি সদস্য প্রকল্পের সেবাসমূহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন।

এ প্রকল্প থেকে মানুষের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের অগ্রহ তৈরি, মায়ের গর্ভকালীন, গর্ভপরবর্তী সেবা গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব, বাল্যবিবাহ রোধ, পুষ্টির খাবার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মা, অভিভাবক, কমিউনিটির নীতি-নির্ধারক ব্যক্তিবর্গের সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে কাজ করা হয়। ঢাকা আহুতানিয়া মিশন ঢাকা শহরের উত্তরা এবং কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এলাকায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

■ মাহমুদা দীনা রুবাইয়া,

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রকল্প, ঢাকা আহুতানিয়া মিশন।



আমিক, বাড়ি- ১০/২, ইকবাল রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহুতানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স প্রিন্টার্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড ১৪

আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd